দৈনিক খবর

তারিখ 05 JUL 1989
পৃষ্ঠা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

180

23

১৮ মাসে বছর ঃ কর্তৃপক্ষ নীরব

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট ক্রমান্বয়ে বাড়ছে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ)।– বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট বর্তমান পর্যায়ে এসে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ৪ বছরের কোর্স শেষ হতে ন্যূনতম ৬/৭ বছর লাগছে এবং দেড় বছরের এমএসসি কোর্সে ৩ বছর লাগছে। সম্প্রতি এক হিসেবে দেখা গেছে, প্রতি শিক্ষাবর্ষ ৬/৮ মাস সেশন পিছিয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ হিসেবে দেখা গেছে, প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষা পিছানোর দাবী। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সেশনগুলো পিছিয়ে যেতো। কিন্তু গত দু'বছর থেকে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ কারণে প্রায় এক বছরের মত সেশন পিছিয়েগেছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিকাংশ সময় সেশন জট সৃষ্টির জন্য দু'টি কারণ দায়ী। প্রথমতঃ সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ না করা এবং দ্বিতীয়তঃ অহেতুক পরীক্ষা ফল প্রকাশে বিলম্ব করা। ফল প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট বিধিমালা থাকার পর কতিপয় শিক্ষক সে নীতিমালা অনুসরণ করছেন না। সে কারণে মাসের পর মাস ফল অপ্রকাশিত থেকে যাচ্ছে। এর ফলে পরবর্তী বর্ষগুলোর পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে এবং মারাত্মক সেশন জটের জন্ম দিচ্ছে। বিগত দু'বছর থেকে আশ্বাস দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ, কিন্তু জানা গেছে আজ পর্যন্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ইতিমধ্যে অভিভাবক ও ছাত্র/ছাত্রীদের মনে চরম হতাশার জন্ম দিয়েছে। উল্লেখ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মে রয়েছে একজন পরীক্ষক ১৫ দিনে খাতা পরীক্ষা করে জমা দেবেন এবং ৬ সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা বিভাগ ফলাফল প্রকাশ করবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ৩ মাসের অধিক সময় লেগেছে অধিকাংশ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে। এর কারণ কি জানতে চাওয়া হলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, পরীক্ষকেরা যথাসময়ে খাতা পরীক্ষণ না করার কারণে ফল প্রকাশে দেরী হচ্ছে। মাত্র ৩০/৪০ জন ছাত্রের ফলাফল দিতে ৩–৪ মাস সময় নেবার কি এমন কারণ থাকতে পারে? বিগত ২ বছর থেকে পরীক্ষার এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্লাস শুরু করা হতো যাতে সেশন জট কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়। কিন্তু বর্তমানে সে আইন পরিবর্তন করা হয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হলে এখন থেকে আর পরবর্তী ক্লাস শুরু করা হবে না। এর ফলে ৩/৪ মাস ক্লাস এমনতেই বন্ধ থাকবে এবং সেশন জট আরো জটিল হবে।

দেখা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী বর্ষের ক্লাস শেষ হবার পর প্রায় ৮/৯ মাস পর তাদের পরবর্তী বর্ষের ক্লাস শুরু হচ্ছে।

বর্তমানে কৃষি চূড়ান্ত বর্ষের অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে ৮ মাস পর ক্লাস শুরু করে। অথচ এই ক্লাস ৫ মাস আগে শুরু করা যেতো। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি বর্ষে ৫/৬ মাস পর ক্লাস শুরু করা হচ্ছে। যার ফলে প্রত্যেক বর্ষে ছাত্র/ছাত্রীদের ৫/৬ মাস করে সেশন পিছিয়ে যাচ্ছে। আবার ভর্তি ক্ষেত্রে একই জটিলতার কারণে প্রতি বছর নতুন ছাত্র/ছাত্রীদের সেশন পিছিয়েযাচ্ছে।

উল্লেখ যে, গত বছর ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে ৫ মাস দেরী করা হয়। ফলে ছাত্র/ ছাত্রীরা তাদের ক্লাস জুলাই মাসের পরিবর্তে পরের বছরের মার্চ মাসে শুরু করে। অর্থাৎ শুরুতেই কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে ৯ মাস পিছিয়ে যায়। এবারও একই অবস্থা। উল্লেখিত '৮৮–'৮৯ সেশন পার হয়ে যাবার পরও ছাত্র ভর্তির দরখাস্ত করা শেষে হয়নি। পরীক্ষা, ক্লাস কবে হবে তা প্রায় অনিশ্চিত। অথচ প্রচলিত হিসেব অনুযায়ী এ সময় তাদের দ্বিতীয় বর্ষে থাকার কথা। আর যখন ক্লাস শুরু করবে তখন তাদের তৃতীয় বর্ষে পা দেবার কথা।

এক একটি বর্ষের নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করে প্রায় ৭/৮ মাস ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোন রকম কারণ ছাড়াই কর্তৃপক্ষ এবং অনেক সময় ছাত্র/ছাত্রীরাই পরীক্ষা পিছিয়েদিচ্ছে।

এমএসসি'র ক্ষেত্রে এ সংকট আরো বেশী। ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা সবে শুরু হয়েছে। এক বছরের বেশী সময় লাগে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে।

সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা সচিব দু'বার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সেশনজট মোকাবেলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দেরও আশ্বাস দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা যায়নি।

এ ব্যাপারে ডীন পরিষদের আহবায়ক কৃষি অনুষদের ডীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, পরীক্ষার ফল যথা সময়ে না দেয়ার কারণে সেশনজট ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তাঁর মতে, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া শুধু নিয়ম করে সেশনজট কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয়। তিনি আরো জানান যে সেশনজটের কারণে ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষা পিছানো এবং শিক্ষকদের সঠিক সময়ে পরীক্ষার খাতা না জমা দেয়ার কারণে সেশনজট কাটিয়ে উঠা যাচ্ছে না বলে তিনি জানান।

সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সেশনজট নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উদ্বেগ নেই। নেই কোন নির্দিষ্ট প্লান–প্রোগ্রাম। যার ফলে ক্রমান্বয়ে সেশনজট বাড়ছে।

–রনজিত দাস